বাঙালী বাঁচাও

অসীম চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি ভারতীয় হাইকমিশনের লন্ডন আপিসের ৮০ বর্ষপূর্তি উৎসবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন । এই মিলনমেলায়, এবং তারপরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও, ব্রিটিশ ভারতের গৌরবোজ্বল অধ্যায়ের কথা স্মরণ করা হয়েছে । 'বাঙালী বাঁচাও' কমিটির পক্ষ থেকে আমরা সবার কাছে প্রস্তাব রাখছি, এই সুযোগে আমাদের ১০০ বছরের পুরনো একটা মনকষাকষির ব্যাপার মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে ।

১০০ বছর আগে, ১৮০৫ সালে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়েছিলো ব্রিটিশের সুচিন্তিত বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে । কিছু বাঙালীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সক্রিয়তায় বঙ্গের ভঙ্গ বান্‌চাল হয়ে যায় । শুধু তাই নয়, এর ফলে বাংলার মাটিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা উন্মুক্ত জলোচ্ছ্বাসের মতো বেড়ে ওঠে ;এবং সুনামীর ঢেউ-এর মতো ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্লাবনে প্লাবিত হয় । তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশরা এই অতি-ভূকম্পন ও আন্দোলন-প্রবণ বাংলা থেকে রাজধানী দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যায় ১৯১১ সালে ।

সেই বছরেরই শেষে রাজা পঞ্চম জর্জ (বাঙালী আদর করে নাম রাখে 'পাঁচু') ভারতে আসেন , দিল্লীতে দরবার করেন, প্রজাদের সঙ্গে মিলিত হতে সারাদেশ ঘুরে বেড়ান ও ৩৬টা বাঘ শিকার করেন । বাঙালীর দুর্ভাগ্য 'পাঁচু' কোলকাতায় এলেন না । বেঙ্গল জর্জ রাজার পদধূলি থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল ; তাঁর ঠাকুমার (ভিক্টোরিয়া) স্মৃতিসৌধ দেখা হল না ; সবচেয়ে আফ্‌সোসের কথা -- তাঁর শিকারের ঝুলিতে একটাও বাঘের রাজা 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারে'র চামড়া নেই । বাঙালীর কী কপাল ! . . .কু-লোকে বলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জন্যই বাঙালীর কপাল পুড়েছিল ।

আজ সময় এসেছে সে শতাব্দীব্যাপী ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানোর । জানানো দরকার, শুচিকরণের প্রথম ধাপ হিসেবে আমরা ইংরিজিকে ফের প্রথম শ্রেণী থেকে পড়ানো শুরু করেছি । খুব শিগ্‌গিরই যাতে ইংরিজিকে মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করানো যায় তার সপক্ষে সওয়াল করার জন্য দু'জন চৌকষ ইংরেজি বলনেওয়ালা অ-বাঙালীকে আমরা আমাদের মুখপাত্র হিসেবে রাজ্যসভায় মনোনীত করেছি । সুভাষচন্দ্র বোসকে আমরা কুইসলিং হিসেবে চিহ্নিত করেছি । এবার আমরা 'পাঁচু'র উত্তরাধিকারীদের সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকারে আমন্ত্রণ জানাতে চাইছি শতবর্ষব্যাপী বিরোধের অবসান ঘটাতে । এবং আগাম দু দু'খানা লেজসুদ্ধু বাঘের চামড়া এই নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে পাঠাতে চাইছি । . . . কোনো এক খর্বকায় শুভ্রকেশ সদাহাস্যমুখ ধূতি-পাঞ্জাবী শোভিত 'আই টি'-প্রিয় ভাইটির মারফৎ আমরা আমাদের অনুরোধ পাঠাতে পারি । পারি না ?